সুষম সার ব্যবহারে কৃষক ভাইদের প্রতি পরামর্শ

> আমরা ফসল ফলাই প্রত্যাশিত ফলন পাওয়ার জন্য প্রত্যাশিত ফলন পেতে হলে ফসলের নৈমিত্তিক পরিচর্যার পাশাপাশি সুষম সার সঠিক সময়ে ও সঠিক সময়ে ও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে ও সুষম সার ব্যবহারের ফলে ফসলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হয়, ফসল সতেজ থাকে উচ্চ ফলন অর্জিত হয়।

> সারা বছর একই জমিতে অধিক ফলনশীল শস্যের চাষাবাদের কারণে মাটির উর্বরতা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। তাই মাটির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষণ করে অধিক ফসল ফলানোর জন্য জমিতে সুষম সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

> মাটি এবং ফসলের চাহিদা মত ইউরিয়া সারের পাশাপাশি নন ইউরিয়া সার যেমন- ডিএপি, এমওপি এবং প্রয়োজন মত জৈব সার/ সবুজ সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

> ডিএপি একটি বিশেষ গুণগতমান সম্পন্ন সার। ডিএপি সারে এ্যামোনিয়া ও ফসফেট থাকায় এ সারে ইউরিয়া ও টিএসপি দুটি সারের গুণাগুণ বিদ্যমান;

> ডিএপি ব্যবহার করলে টিএসপি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না এবং ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই চলে;

> প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) ডিএপি সারে ২০ কেজি ইউরিয়া এবং ৫০ কেজি টিএসপি সারের সমপরিমাণ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান;
ডিএপি ও এমওপি সার ব্যবহার করলে ফসলের দানা পুষ্ট হয়, ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, খরা ও শীত সহনশীলতা বাড়ে, ফসলের গুণগতমান ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে এবং ফলন বেশি পাওয়া যায়;

> ডিএপি সার খুব তাড়াতাড়ি পানিতে গলে। ফলে সকল ফসল আবাদেই তা খুবই উপযোগী;

বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে জৈবসার/সবুজসার এবং ডিএপিসহ অন্যান্য রাসায়নিক সার সুষম মাত্রায় প্রয়োগ করে অধিক ফসল উৎপাদন করুন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হোন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
চট্টগ্রাম

E-mail: chittagong@ais.gov.bd
Web : www.ais.chittagong.gov.bd
Facebook : Ais chattogram

তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিস্তারিত জানার জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা উপজেলা কৃষি অফিসার অথবা কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করুন।

"সুষম সার ব্যবহারে ফলন বাড়ে অধিক হারে"

সুষম সার ব্যবহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস
চট্টগ্রাম

www.ais.gov.bd

সুষম সার ব্যবহারে কিছু বিবেচ্য বিষয়

কম খরচে বালাইমুক্ত ও অধিক ফলনের জন্য বিভিন্ন সময় সার ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সারের অতিরিক্ত ব্যবহার ফসল, মাটি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ফসল উৎপাদনের খরচ ও বৃদ্ধি পায়। পরিমিত। সার ব্যবহারে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ফলে বালাইনাশক কম লাগে।

অতিরিক্ত টিএসপি বা ডিএপি সার ব্যবহারের কুফল

টিএসপি/ডিএপি সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ফসলের বৃদ্ধি কমে যায় ও আগাম পরিপক্কতা দেখা যায়। অম্ল মাটিতে ফসফেট আটকে যায় বিধায় গাছের কোন কাজেই আসে না। বেশি ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন, লৌহ (আয়রন), জিংক, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ এর অভাব মাটিতে দেখা দেয়। এমওপি সার বেশি ব্যহার করলে মাটি হতে বোরন এবং ক্যালসিয়াম শুষে নেয়। যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

গাছের পানি নিঃসরন কমে ডিএপি সার ব্যবহারের সুবিধা সুষম মাত্রায় সার দিন অধিক ফলন ঘরে নিন

১. ডিএপি সার ব্যাবহারে একই সাথে টিএসপি সারের সমপরিমাণ ফসফরাস এবং সেই সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ১৮% নাইট্রোজেন পাওয়া যায় অর্থাৎ ২০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারে ২০ কেজি টিএসপি সার এবং অতিরিক্ত ৮ কেজি ইউরিয়া সারের কাজ করে: এছাড়া ডিএপি সার ব্যবহারে ইউরিয়া সারের অপচয় কম হয়।

২. ডিএপি সার ব্যবহারে ফসলে ইউরিয়া সারের পরিমাণ কম লাগে, ফলে উৎপাদন খরচ কম হয়।

৩. ডিএপি সার ব্যবহারে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষরত্ব ঠিক থাকে, ফলে ফসল ভালো হয়:

৪. ডিএপি সার পানিতে দ্রুত দ্রবণীয়, ফলে গাছ খুব দ্রুত এটি গ্রহণ করতে পারে:

কেন অতিরিক্ত বা বিনা প্রয়োজনে ইউরিয়া ব্যবহার করবেন না

১. অধিক ইউরিয়া ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন কখনো কখনো বৃদ্ধি পেলেও জমির উর্ববরতা কমে যায়। নাইট্রোজেন বাতাসে মিশে পরিবেশ দূষণ করে। আবার পানিতে মিশে মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

২. অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারে গাছের কোষপ্রাচীর পাতলা হয়ে যায়। ফলে গাছের কাঠামোগত শক্তি কমে যায়। গাছের কান্ড স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বয ও নরম হয়ে যায় এবং কাণ্ডের চেয়ে পাতা বেশি ভারী হয়। ফলে সহজেই গাছ হেলে পড়ে এবং ফলন কম হয়।

৩. নাইট্রোজেন বেশি ব্যবহারে মাটিতে বোরণ, দস্তা ও কপারের ঘাটতি হয়।

৪. অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহারে মাটির গুণাগুন নষ্ট হয়, অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসৃত হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

সুষম মাত্রায় পরিমিত পরিমাণ সার ব্যবহারের জন্য মাটি পরীক্ষা করে অথবা অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশনা মেনে সার দিন।

সারের পরিমিত ব্যবহার :

বিভিন্ন সময় সার ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সারের অতিরিক্ত ব্যবহার ফসল, মাটি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ফসল উৎপাদনের খরচ ও বৃদ্ধি পায়।

> এমওপি/ এসওপি (পটাশিয়াম- K) সার অতিরিক্ত ব্যবহার করলে মাটির ক্যালসিয়াম ও বোরন শুষে নেয় এবং পানি নিঃসরণের হার কমে যায়। গাছের বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

> জিপসাম সার (Ca, S সমৃদ্ধ) অতিরিক্ত ব্যবহার করলে শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে গাছের শারীরবৃত্তিয় কার্যক্রম কমে যায়।

> জিংক সালফেট (Zn) অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটিতে বিষক্রিয়া হয়, গাছের আমীষ উৎপাদন ব্যহত হয়।

> বোরণের অতিরিক্ত ব্যবহারে কচিপাতা ও ডগা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলন কম হয়।

> অম্লীয় মাটিতে চুন বেশি ব্যবহার করলে মাটিতে থাকা জিংক, বোরন, আয়রন, কপার ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব হতে পারে।

করণীয়:

> জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। খামার/ গৃহস্থালীন আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট পদার্থ ইত্যাদি দিয়ে বিনা খরচে জৈব সার উৎপাদন করণ।

> ইউরিয়া সার প্রতি ফসলেই পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। রবি মৌসুমে (K) এঞ্চচ/ উঅচ প্রয়োগ করলে পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৫০% কম লাগে (L) এমওপি পরবর্তী মৌসুমে ৩০-৪০% কম লাগে (M) জিপসাম পরবর্তী ফসলে ভিজা জমিতে পূর্ণমাত্রায় দিতে হয় এবং শুকনা জমিতে ৫০% দিলেই চলে।

> জমিতে একবার চুন ব্যবহারের পর পরের ১ বছরে চুন ব্যবহার করতে হয় না।

> সুষম মাত্রায় পরিমিত পরিমাণ সার ব্যবহারের জন্য মাটি পরীক্ষা করে। অনলাইনে সার সুপারিশ নির্দেশনা মেনে সার দিন।

> আপনার ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার (এসএএও) অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। অর্থ বাঁচান, জমি ও ফসল নিরাপদ রাখুন।